ইউজিসি ভেঙে দিয়ে করা হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কমিশন

মুসতাক আহমদ

শেষ পর্যন্ত সরকার 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' হায়ার এডুকেশন কমিশন সংক্ষেপে 'এইচইসি' গঠন করছে। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি-নির্ধারণের ক্ষমতা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন সংক্ষেপে 'ইউজিসি'র পরিবর্তে এই স্বায়ত্তশাসিত, স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি গঠন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে একটি খসড়া আইন প্রণীত হয়েছে। আগামীকাল ওই আইনটি মন্ত্রিপরিষদের সভায় উঠছে।

এখনও দেশের উচ্চশিক্ষার 'আপেক্সবডি' হিসেবে ইউজিসি কাজ করছে। ১৯৯২ সালে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ শুরুর পর ইউজিসির কার্যপরিধি বেড়ে যায়। কিন্তু আইনে ক্ষমতা না থাকায় সনদ বাণিজ্যে নিয়োজিত অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই ইউজিসিকে তেমন পাত্তা দেয় না। উচ্চশিক্ষা দেখভালের দায়িত্বে থাকলেও কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না ইউজিসি। বাস্তবায়নের ক্ষমতা না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নানা ধরনের অনিয়ম হলেও সেই অর্থে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না ইউজিসি। এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠিয়েই তাদের বসে থাকতে হয়। ফলে অনেক সুপারিশ মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর ধরে ফাইলবন্দি হয়ে থাকলেও মনোকষ্ট পাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই তাদের। এ জন্যেই বিগত এক যুগের বেশি সময় ধরে নীতি-নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা

কাল মন্ত্রিসভায় খসড়া আইন : চেয়ারম্যানকে মন্ত্রীর মর্যাদা

দিয়ে ইউজিসি পুনর্গঠন বা ইউজিসির পরিবর্তে নতুন সংস্থা গঠনের দাবি করা হচ্ছিল। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এই দাবি বাস্তবায়ন বার বার পিছিয়ে দেয়। তবে নানা চড়াই-উৎরাই শেষে ইউজিসি বিলোপ করে নতুন সংস্থা গঠনের পথ সুগম হয়েছে।

ইউজিসির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আতফুল হাই শিবলী বলেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন লংঘনের প্রবণতা বেশি। বিশেষ করে হাতেগোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা নিয়ে যাচ্ছেতাই করছে। তারা করণীয় নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়ে কেবল সুপারিশ করে থাকেন। কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন না। এ অবস্থায় উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠন জরুরি। তাহলে শিক্ষাদুর্নীতি বন্ধে অনেক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আইনে প্রস্তাবিত উচ্চশিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের মর্যাদা হবে কেবিনেট মন্ত্রীর। সদস্যদের পদমর্যাদা আইনে উল্লেখ না করে বলা হয়েছে, 'সদস্যদের পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।'

৯ পৃষ্ঠার আইনে বলা হয়েছে 'এইচইসি' একাধারে উচ্চশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর যাবতীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সেবা দেবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুরুত্বপূর্ণ সবক্ষেত্রে নিয়মিত তদারকি ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে শৃংখলা বিধান করবে। দেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকি, তত্ত্বাবধান করবে। ইউজিসির কার্যালয় বর্তমানে

হচ্ছে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৭

হচ্ছে : উচ্চ শিক্ষা কমিশন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কেবল ঢাকা শহরে। নতুন আইনে প্রয়োজনে এক বা একাধিক বিভাগীয় শহরে উচ্চশিক্ষা কমিশনের শাখা কার্যালয় স্থাপন করা যাবে। এইচইসি নিজের নামে মামলা করতে পারবে। এইচইসির বিরুদ্ধেও মামলা করা যাবে।

একজন চেয়ারম্যান, ৫ জন পূর্ণকালীন ও ১২ জন খণ্ডকালীন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে উচ্চ শিক্ষা কমিশন। খণ্ডকালীন সদস্যদের মধ্যে ৩ জন সচিব (শিক্ষা, পরিকল্পনা ও অর্থ), পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের মধ্যে ৩ জন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের মধ্যে ৩ জন এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ডিনদের মধ্যে ৩ জন। এদের মেয়াদ হবে ২ বছর। তবে স্থায়ী সদস্য ও চেয়ারম্যানের মেয়াদ ৪ বছর। যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের সব শর্ত পূরণ করে স্থায়ী সনদ লাভ করেছে, কেবল তাদের মধ্য থেকে ভিসি সদস্য নেয়া হবে। কমিশনের চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যদের অপসারণের ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতিকে যেসব কারণে এবং প্রক্রিয়ায় অপসারণ করা যায়, সেইসব কারণ ও প্রক্রিয়া ছাড়া অপসারণ করা যাবে না।

প্রস্তাবিত খসড়ায় ১১ ধারায় মোট ৩০টি কার্য উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাফল্য-ব্যর্থতা নিরূপণের জন্য প্রয়োজনীয় মানদণ্ড নির্ধারণ করবে এবং এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পারস্পরিক অবস্থান বা ক্রমতম নির্ধারণ করবে ও তা জনগণের সামনে প্রকাশ করবে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাকে বিশ্বমান পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে ব্যক্তি বা সরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ/নিরূপণ সংস্থা বা অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলকে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও পরামর্শ প্রদান করবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের নিয়োগের নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে কমিশনকে। তবে এতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকনিয়োগ বন্ধে ব্যাপকভিত্তিক কোনো নির্দেশনা নেই আইনে। এতে কেবল উপদেশ, পরামর্শ বা নির্দেশনা দেয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তা বিধিবদ্ধ হিসেবে নেয়ার নির্দেশনা রয়েছে।

কিন্তু তা না মানলে কি ধরনের শাস্তি হবে, সে ধরনের কোনো নির্দেশনা নেই এতে। তবে এতে আইন বাস্তবায়ন ও আইনের উদ্দেশ্যাবলী পূরণ ও অর্জনের জন্য কমিশনকে নীতিমালা, বিধি, প্রবিধি ও স্ট্যাটিউটস প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বিদেশ গমনের আগে শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, উচ্চ শিক্ষা কমিশনের একটি খসড়া আইন প্রণীত হয়েছে। আশা করছি শিগগিরই তা মন্ত্রিপরিষদের সভায় উপস্থাপন করা হবে।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের সময়েই এই কমিশন হবে।

উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালে ছয়টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক মঞ্জুরি দেখভালের জন্য ইউজিসি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই ৩৪টি। এছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৭১টি। বিদেশী অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবসা তো রয়েছেই।